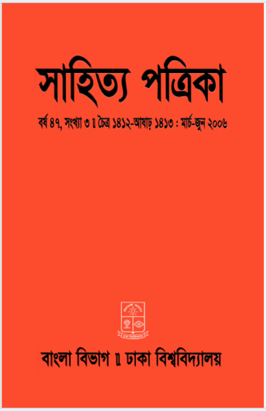

Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী': প্রেম ও প্রকরণ

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.1
Pages	০৭-২৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী': প্রেম ও প্রকরণ

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

ক.

ত্রিশোত্তর কবিদের অন্যতম কবিপ্রতিভা বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) জীবনচৈতন্যের রসাস্বাদন ভিন্নতায়, দার্শনিক প্রজ্ঞাপ্রসূত অনুধ্যান ও পরিশীলিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক অভিধায় চিহ্নিত. প্রবল রবিদ্রোহিতায় তাঁর কাব্যারম্ভ ঘটলেও পরিণতিতে তিনি রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক জগতেই প্রত্যাবর্তিত ফরাসি প্রতীকবাদী কাব্যান্দোলনের পথিকৃৎ বোদলেয়ারীয় চেতনায় প্লাবিত হয়েও বিশ্বকবিতার আলোবাতাস বিশেষ করে প্রি-র‍্যাফায়েলাইট কবিদের ভাব-বিহ্বলতায় বুদ্ধদেবের মানস-ভ্রমণ কবির রোমান্টিক চিত্তেরই লক্ষণ পরিস্ফুট। যুগযন্ত্রণা, লিবিডোর অন্তর্চাপ, অস্তিত্বের প্রগাঢ় সঙ্কট, সর্বোপরি, যৌবনচেতনায় ভয়ানক নৈঃসঙ্গ্যবোধে কবি অন্তর্হিত হয়েছেন প্রি-র‍্যাফায়েলাইট কবি রসেটি-মরিস প্রভৃতির কাছে; তেমনি অবগাহন করেছেন প্রাচীন লোকপুরাণ ও ঐতিহ্যগাথা রূপকথার জগতে।[১] দীপ্তি ত্রিপাঠী কঙ্কাবতীকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সৌন্দর্যপ্রেরণার নির্বস্তুক আধার হিসেবে গ্রহণ করে 'কঙ্কাবতী হ'ল এই তিলোত্তমা'[২] বলে অভিহিত করলেও আসলে বুদ্ধদেবের কঙ্কাবতী কেবলি ভাবকল্পলোকের সৌন্দর্যলক্ষ্মী নয়; নিশ্চিত আধুনিকতার মন্ত্রজালে উদ্বুদ্ধ হয়েই লোকনায়িকা কঙ্কাবতী-র শতাব্দী-প্রাচীন শায়িত ও ঘুমন্ত শবতুল্য শরীরের মধ্যে বুদ্ধদেব এনেছেন মানবিক রক্ত মাংসের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিশশতকীয় রূপবৈচিত্র্য। অর্থাৎ ভারতীয় দেহ-অস্বীকৃত মৃতপ্রায় ও প্রাচীন প্রেম ধারণার আর্কেটাইপকে কবি সম্পূর্ণত বিদেশী ভাব-কল্পনায় সংশ্লেষিত করে তৈরি করেছেন নতুন কঙ্কাবতীকে। পাশাপাশি ভাঙতে চেয়েছেন প্রাচ্য প্রেমবোধের রোমান্টিক ঊর্ধ্বচারী শরীরহীন প্রেমের ঐতিহ্যকে। এ কঙ্কা মূলত প্রাচ্য লোক-নায়িকার আদলে পাশ্চাত্য নায়িকার নতুন সংস্করণ। এ-কালের কঙ্কা আজানুলম্বিত কালো কেশবিন্যাসের বদলে লালচে হালকা চুলের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দেহী বাসনায় উন্মুখ। এ-কারণেই 'সেরেনাদ' 'আরশী' প্রভৃতি কবিতায় ঘুমমগ্না কঙ্কার সুপ্তিকে ভেঙে দিতে চান কবি– 'কঙ্কা জাগো'...এ আহ্বানে। আর *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭)কাব্যটি বাংলা কবিতায় নতুন চিন্তার সূচক। তদুপরি এ-কাব্যে বুদ্ধদেব সুস্থ যৌবনের আবগ-উচ্ছ্বাসে যেমন দেহী-বাসনায় তাঁর প্রেমিকার রূপ-সৌন্দর্যকে নির্মাণ করেছেন, তেমনি, দেহকে অবলম্বন করেই পার হতে চেয়েছেন দেহের সীমানা। দেহ ও মনের অপূর্ব সমন্বয়ে প্রেমের সোপান তিনি নির্মাণ করতে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

চেয়েছেন। মানসিক দোলাচল, দ্বিধা সংশয়, হার্দিক অস্থিরতা তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে একটি সুস্থিত প্রেম-অন্বেষী মানবিক সুস্থতা প্রদান করেছে *কঙ্কাবতী* কাব্যের কবিতাগুলো বুদ্ধদেবের এই পরিবর্তনটুকুরও স্বাক্ষর বহন করে

বস্তুত ত্রিশের কবিদের প্রধান অন্বিষ্ট প্রেম। প্রেমের বহুবর্ণিল সিংহদ্বার অতিক্রমণের সূত্রেই জীবন-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট মীমাংসায় এ-সময়ের কবিদের উত্তরণ। রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক ভাববিহ্বল অন্তর্জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাঁদের প্রেম হয়ে উঠলো দেহজ কাম-প্রতপ্ত, ক্লেদ-গ্লানি, হতাশা ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। বস্তুত মর্তকেন্দ্রিক প্রেমের ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব সৃষ্টিতে কবিদের প্রেমিকা হয়ে উঠল মৌহূর্তিক, ফ্রয়েডিয় লিবিডো-তাড়িত মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভাববহ। যৌবন ও প্রেম বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মূল উৎস হলেও প্রেমের বস্তু-ঘনত্বে, প্রাত্যহিক রূপ-নির্মিতিতে ও শরীরী সান্নিধ্যের উষ্ণ-প্রগাঢ়তায় তাঁর প্রেম রাবীন্দ্রিক বৃত্ত-অতিক্রমী। তাঁর প্রেম চেতনায় দ্বৈধ বৈশিষ্ট্য সংশ্লেষিত। একদিকে ফ্রয়েডিয় যৌনবিজ্ঞানের প্রভাবজাত আতপ্ত রিরংসাকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে দেহকে কেন্দ্র করেই কবির দেহাতীত প্রেমে উত্তীর্ণ হবার অদম্য স্পৃহা। ফলত তাঁর প্রেম দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়, সন্দেহ ও কূটাভাসে প্রোজ্জ্বল; সংঘাতময় ইতি-নেতির দোলাচলে দোলায়িত। *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থে আপ্রথম তাঁর কবিতা প্রগাঢ় শরীরী-আবেষ্টনে, আবেগ-প্রতপ্ত যৌবন মদ-মত্ততায় মূর্ত হয়ে উঠে—

> বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
> দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর[৩]

রবীন্দ্রনাথ যেখানে যৌবন-বন্দনায় উন্মুখর, যৌবনকেই আরাধ্য দেবতার জয়মাল্য পরিয়ে দেন, বুদ্ধদেব সেখানে যৌবন কারাগারে শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। প্রেমের সঙ্গে সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্বজটিল জীবনজিজ্ঞাসায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর মনে হয়–'আসঙ্গবাসনাপঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।' (মানুষ, ঐ)।[৪] কিন্তু একথাও সত্য, বুদ্ধদেব বসুর প্রেম কবির চৈতন্যের ক্রমপরম্পরায় বিবর্তিত। অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবীক্ষা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকতর পরিণতিতে প্রেমের ক্ষেত্রে নবতর বোধে তাঁর উত্তরণ। *বন্দীর বন্দনার* উচ্ছ্বাসময়তা ও আতীব্র দেহমুখীতার বদলে *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭) হয়ে উঠে অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত, দেহকেন্দ্রিক প্রণয়াবেগের সংহত সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে দেহাতীত প্রেমের সোপান নির্মাণের প্রচেষ্টার স্মারক। আর কঙ্কাবতীর রূপ-সৌন্দর্যবিভায় বুদ্ধদেব ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন পাশ্চাত্য প্রেমের আন্ত র্সংশ্লেষ, শরীরী আবেদন ও সৌন্দর্যের বহুমাত্রিকতা। *কঙ্কাবতীর* কবিতায় তাই অপ্রতিহত কালচেতনা, প্রণয়াবেগের দোলাচল, অপেক্ষা ও প্রতীক্ষার মানসিক অস্থৈর্য মানস-প্রেক্ষাপট, নাগরিক মৃদু রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে দেহী-বাসনার নিভৃত পদচারণা লক্ষ্যযোগ্য। প্রথম কবিতাতেই পাওয়া যায়—

> রাস্তায় গাড়ির শব্দ, তারপরে চাবুকের শিস,
> মুহূর্তের নীরবতা—আবার সে-চাকার ঘর্ঘর,

ঘোড়ার খুরের খটখট;
তার চেয়ে স্পষ্ট তার পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে,
আরো স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট—দ্রুত শব্দ, দ্রুত পদক্ষেপ:
উৎসুক হাতের ঠেলা—খুলে গেছে ভেজানো দুয়ার।
প্রথমে ফুলের হন্ধ—বায়ু তারে করিছে লেহন,
আবার চুলের গন্ধ—বাতাস কি এখনো বহিছে?[৫]

আধুনিক প্রেমের অভিসারে প্রেমিকার জন্য ঔৎসুক্যে প্রেমিক মনস্তাত্ত্বিকভাবেই অস্বীকার করতে চাইছে কালের প্রভেদ। আর সৃষ্টি হয়েছে মানসিক অস্থৈর্য। শব্দ, ধ্বনি, সময়প্রক্ষেপের দ্রুততা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উন্মুখর রতিবিলাসের লেহ্যময়তায় কবি তৈরি করেছেন মন ও শরীরবৃত্তের একধরনের প্রগাঢ় ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব। এই দয়িতা-আগমনের চিত্রে অনিবার্যভাবে নাগরিক যান্ত্রিকতাও উপস্থিত–'রাস্তায় গাড়ির শব্দ তারপরে চাবুকের শিস'।[৬]

কঙ্কাবতী মূলত প্রেমেরই কাব্য। আর এ কাব্যে বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনা *প্রথমত* নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রকাশোন্মুখ রোমান্টিকতার প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে আবেগ উচ্ছ্বাসময় কল্পনার ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কাল, বেহায়া সুখান্বেষী, কোনো মেয়ের প্রতি, একখানা হাত, মেয়েরা প্রভৃতি কবিতা এর দৃষ্টান্ত; এই স্তরে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার একাকিত্ব, প্রেমের উচ্ছ্বাসময় আবেগ ও নাগরিক যন্ত্রশাসিত পরিবেশের বিপরীতে মিলন-বিরহের রূপকার। *দ্বিতীয়ত* আরশী, সেরেনাদ, কবিতা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি কবিতায় প্রাচ্য-লোকনায়িকা কঙ্কাবতীর বহুশতাব্দী পুরনো মৃত শরীর ও ঘুমন্ত প্রেমকে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষ শরীরী আবেদনে নতুন করে নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁর অন্বিষ্ট পাশ্চাত্য পুরাণ বোদলেয়ারীয় শরীরীনিমজ্জন ও প্রি-র‍্যাফায়েলেট কবিদের ভাববিহ্বলতা। এবং *তৃতীয়ত* বুদ্ধদেব অমিতা ও রমা, কিছুই প্রেমের মতো নয়, হে ঈশ্বর একি অপরূপ, ক্ষমা প্রার্থনা, বিবাহ, শেষের রাত্রি প্রভৃতি কবিতায় আক্লেশে অতৃপ্তকাম শরীরী শৃঙ্গারে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তি চেয়েছেন শরীর-বৃত্তের সীমা থেকে। কিছুটা হলেও আত্মার অমরত্ব-সাধক বুদ্ধদেব এই স্তরে শাশ্বত পেমের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। আর *কঙ্কাবতী* এই ত্রয়ী স্তরময় প্রেমচেতনারই বহুবর্ণিল প্রকাশ। কবির এই ত্রিত্ব ধারণার সঙ্গে *কঙ্কাবতী* কাব্যে অনিত্য কালচেতনা, প্রকৃতির সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমাসোক্তিময় উপস্থিতি, অপূর্ব ধ্বনিসুষমা, নাম কঙ্কাবতীর ঘূর্ণাবর্তনময় পুনরাবৃত্তি ও রূপবন্ধের সৌন্দর্যচেতনা সৃষ্টি করেছে নতুন কাব্য প্রণোদনার। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব তিরিশি অন্য কবিদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এ কারণে যে, কাল-প্রকৃতি-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা-মানব-মানবীর অস্থির হার্দিক জঙ্গমতা ও সৌন্দর্য নির্মাণে দেহাশ্রিত থেকেই দেহাতীত প্রেমের সান্নিধ্য কামনা একমাত্র তাঁর কবিতাতেই প্রাপণীয়। সুস্থ, স্বাস্থ্যপ্রদ শরীরী-আবেষ্টনের সোপান ধরেই তাঁর অসীমতায় উত্তরণ। রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক জগতের মধ্যে বুদ্ধদেবও অবচেতনে এভাবেই একাত্ম হয়ে যান।

১.

কঙ্কাবতী কাব্যে প্রেমের পরিবেশ নাগরিক মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র মানসিক রূপাবয়বে নির্মিত আছে মন ও শরীরের প্রশান্তির আক্ষেপ নাগরিক জীবনের বয়ঃসন্ধি-অতিক্রান্ত প্রারম্ভিক যৌবন ও অভিযোজন-অক্ষমতার মধ্যে প্রেম সূচিত করে সামান্যতম শান্তি মূলত ত্রিশের কবিরা প্রবৃত্তি ও সময়ের সঙ্কটে নিমজ্জিত অন্তর্দহনে প্রেমের প্রশান্তিতে অবগাহন করতে চেয়েছেন : বুদ্ধদেবের কবিতায় সেই নব্য নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রেমের প্রাথমিক রোমান্টিক চেতনা ও পরিবেশ লক্ষযোগ্য—

টবেতে ফুলে চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে
নতুর সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায়
সিঁড়ির সমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার,
শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া [৭]

এ-পর্যায়ের কবিতাগুলোয় বুদ্ধদেব বসুর নারী-সম্পর্কিত রোমান্টিক ভাব-কল্পনার পরিচয় আছে। আছে নারীসঙ্গ কামনার অবদমনের পেষণ এই অর্থে প্রকৃতির অধরা নারীর গতিভঙ্গি ও যাতায়াত পঞ্চেন্দ্রিয়-শাসিত হয়ে সৃষ্টি করে অধিকতর ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। আসলে এ-পর্বে কবি ভয়াল নৈঃসঙ্গ্যে (Horror of Solutued) নিপতিত হয়েই নারীর দেহী বাসনাকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করেন।

গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে , কথা কয় ঢেউয়ের ভাষায়,
ছোঁয় কি না ছোঁয় মোর ছায়া!
যে-হাওয়া ছুঁয়েছে তারা, সেই হাওয়া ঝরে মোর গায়,
বিছায় সুরভি-ঘন মায়া।[৮]

২.

বুদ্ধদেব বসু *কঙ্কাবতী* কাব্যে প্রাচ্য লোক নায়িকা কঙ্কাবতীকে বহু শতাব্দী প্রাচীন মৃত প্রেম ও সৌন্দর্য থেকে তুলে এনে নবরূপে ও চেতনায় প্রতিস্থাপন করেছেন। মূলত এই কঙ্কা আবহমান বাংলা কাব্যের দেহ-অস্বীকৃত রোমান্টিক উর্ধ্বমুখী প্রেম চেতনার বিপরীতে পাশ্চাত্য রূপ ও সৌন্দর্যে নির্মিত। রূপকথার জগতের ঘুমন্ত কঙ্কাকে যেন অবদমনের ঘুম থেকে জাগাতে চান ফ্রয়েড-সচেতন কবি তাই 'আরশি' কবিতায় কঙ্কার আরশিতে যে প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত আসলে সেটি কবিরই নতুন আত্মার প্রতিফলন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও আধুনিকতার সূত্রেই বুদ্ধদেব লোক নায়িকা ঘুমন্ত কঙ্কাকে অবলোকন করেন পার্শ্বের আরশির মধ্যে। আর এক্ষেত্রে আরশিতে প্রতিফলিত কঙ্কার রূপ কবিচেতনায় রূপান্তরিত পাশ্চাত্য নারীকল্প এবং আরশি হয়ে ওঠে কবিচৈতন্যের প্রতিরূপক : সুতরাং এ কথা বলা চলে লোকনায়িকা ঘুমন্ত কঙ্কার চেয়ে আরশিতে প্রতিফলিত কঙ্কাই বুদ্ধদেবের প্রেম বোধের নতুন প্রক্ষেপণ[৯]—

আরশির মুখে ছোটো দুটি ঠোঁট—আপেল-পাকা
আশির বুকে বাঁকা-রেকা বুক—বকের পাখা।

'সেরেনাদ' কবিতায় কবি ইতালিয় প্রেমিক গোষ্ঠীর রূপকল্প ও আবহ নিয়ে উপস্থিত প্রাচ্যনায়িকা কঙ্কার জানালার শিয়রে আর এক্ষেত্রেও তার অনুষঙ্গসমূহ ব্যবহৃত হয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-ঘনত্বে, রাত্রির উন্মত্ত বাতাস রাঙা-ভাঙা চাঁদ, জানালার জ্বলন্ত কাচ বেহালার সুর কানে কানে যে কথা কয় তা প্রাচ্য নায়িকার শরীরহীন প্রেমের দীর্ঘ সুপ্তিজীবনে এ-প্রথম অভিঘাত আনয়ন করে—

> হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ার বেহালাখানি
> কঙ্কাবতী!
> জানালার কাচে হানা দেয় তার অঝোর বাণী
> কঙ্কাবতী
> কোন কথা কয়? তুমি কি শুনবে শুনবে নাকি?
> আধো বিস্ময় আধো সংশয়ে মেলবে আঁখি?
> কঙ্কা, জাগো

সুতরাং কবির আবহমান লোক-সংস্কৃতির গভীরে যে নায়িকার প্রত্নরূপ আমাদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে, তার কাছে এ সেরেনাদের মাধ্যমে নিদ্রাভঙ্গ নতুন, বিস্ময়কর ও সংশয়াপন্ন সেটিই স্বাভাবিক।

কঙ্কাবতী কাব্যের **'কবিতা'** কবিতাটি সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠীর অভিমত হচ্ছে-কবিতা'র মধ্যে কাব্যস্মৃতির ত্রিবিধ স্তর বর্তমান। হোমরের 'ইলিয়াড', রসেটির 'Troy Town' এবং আধুনিক কবি বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বর আমরা একই সঙ্গে শুনতে পাই যার ফলে কবিতাটি দেশে ও কালে একটি বিরাট ব্যাপ্তি পেয়েছে। কবি একই সঙ্গে রসেটির 'Troy Town' পাঠ করছেন এবং তারই অনুরণনে তাঁর মনে যে আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে তাকেও রূপ দিচ্ছেন। আর এই দুইয়ের পটভূমিকায় আছে হোমারের মহাকাব্য।[১০] মাহবুব সাদিকও দীপ্তি ত্রিপাঠীর বক্তব্যের অনুরূপ বলেছেন-হেলেন-ঘটিত কাব্য-ঐতিহ্যের দুটি স্তর বুদ্ধদেবের কবিতায় বর্তমান-হোমারের ইলিয়াড এবং রসেটির 'ট্রয়-টাউন'; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধদেবের নিজস্ব প্রেম।[১১] উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো 'কবিতা' কবিতাটির উৎস এবং উপরিতলের আবহের উন্মোচনে সহায়ক হলেও এর মূল চেতনাকে স্পষ্ট করে না। বরং আমাদের বিবেচনায় এ- সম্পর্কে সম্ভবত এরকম মীমাংসায় পৌঁছানোই সমীচীন মনে হয় : কবিতাটি প্রির্যাফায়েল কবি রসেটির ট্রয়-টাউন কবিতা কবির দয়িতাসহ পাঠের তীব্র অভিব্যক্তি ও অবদমিত প্রেম চেতনার সম্প্রকাশক। এ-কবিতায় হেলেনের দেহসৌষ্ঠবের বিশেষত সুডৌল বক্ষসৌন্দর্যের বর্ণনাংশ কবিকে তাঁর প্রেমিকার সৌন্দর্য বর্ণনায় উন্মুখ করেছে। রসেটির কাব্যপাঠের ফলে কবির হৃদয়ে যে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ জেগে উঠেছে তা কবি তাঁর প্রেমিকার মধ্যেও একই আবহ ও বোধ সঞ্চারিত করে দিতে চান। আর কবির পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে রাতের বাতাস, চাঁদ, নিঃসঙ্গতা, প্রেমিকার উন্মত্ত কেশরাশি, পরিধেয় ইত্যাদি। আসলে রসেটির কবিতাপাঠ এবং তজ্জনিত অনুভূতি কবির কাছে দয়িতা-সম্ভোগেরই প্রতিরূপক হয়ে উঠেছে। এ কবিতায় আছে শৃঙ্গার- সম্ভোগের উত্তুঙ্গ

অবস্থা, মধ্যরাত্রির দোলায়িত প্রচণ্ড প্রেম-অভিঘাত ও শরীরী-আবেষ্টন আপাতদৃষ্টিতে কবিকে প্রেমিকাসহ রসেটি কাব্যপাঠের অনুভূতিতে বিভোর মনে হলেও আসলে কবির প্রেমিকাই হয়ে উঠেছে ট্রয়টাউন কবিতা, আর তার রসাস্বাদন-স্পৃহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে রাতের প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনাতেও। আসলে রসেটির কবিতা ও প্রকৃতিচিত্র এখানে কবির প্রেমবোধের উদ্দীপন বিভাব হিসেবে কার্যকর থেকেছে

বাতাসের মুখে নৌকোর মতো আধখানা চাঁদ
আকাশের বুকে ছুটতে থাকবেথ–চাঁদ উন্মাদ!
উন্মাদ চাঁদ-উন্মন-মন আমরা দু-জন।

প্রেমচেতনার আবেষ্টনে উন্মাতাল সৌন্দর্যে বাতাসের মুখে নৌকোর মতো তীব্র গতিমান আধখান চাঁদ এর মতো কবিও নায়িকার সঙ্গে প্রেমের শরীরী আকর্ষণে ভেসে যাচ্ছেন। এই উত্তুঙ্গ অবস্থার প্রশমনও আছে কবিতাটির শেষ স্তবকে যেন শৃঙ্গার ও রতিক্লান্ত যুগলের মতোই অতৃপ্ত ও ব্যর্থ অপূর্ণতার প্রকাশ—

পুবের সবুজে শাদা হয়ে ফোটে ভোরের আকাশ
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে চুপচাপ বসে আমরা দু-জন।
(কোথায় হেলেন! কোথায় বা সেই বুকের বাটি!
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের–
পোড়ে লাখো-লাখো ট্রয়!)

৩.

কঙ্কাবতী কাব্যে বুদ্ধদেবের প্রেম-চেতনার রূপান্তরও লক্ষযোগ্য তাঁর তৃতীয় ধারার কবিতাগুলোতে। এ-কবিতাগুলোয় কবি দেহাশ্রিত হয়ে প্রেমের পূর্ণতাকে দেহের মধ্যে স্পর্শ করতে না পেরে এবং অতৃপ্ত দেহমুখী প্রেমের সসীমতায় অসীম ও চিরন্তন প্রেমের সন্ধান করেছেন। অর্থাৎ দেহহীনতায় নয় বরং দেহের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েই অভিজ্ঞতা-সিক্ত হয়ে শুদ্ধ আত্মার অনুসন্ধান করেছেন। বোদলেয়ার যেমন 'ক্লেদজ কুসুমে' আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে শুদ্ধ হতে চেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রেম রতি-বিবমিষায় অসুস্থ স্বাস্থ্যহীন নয়। তবে শরীরী-প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতিও যে পূর্ণতা নয়, অখণ্ড জীবনে প্রেমও যে সংকীর্ণ দেহের সীমা ভেঙে দিতে চায় এবং এক 'পর্যাপ্ত শরীরের' (কী বা হবে আকাশ, নক্ষত্র দিয়ে–যদি না আমার/ শরীরে জড়ায়ে ঘিরে থাকে তার পর্যাপ্ত শরীর![১২]) সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা প্রেমের অসীম রহস্যময়তার কথাই স্মরণ করায় *কঙ্কাবতীর* কিছুই প্রেমের মতো নয়, হে ঈশ্বর একি অপরূপ, ক্ষমা প্রার্থনা, বিবাহ, শেষের রাত্রি প্রভৃতি কবিতায় সসীম দেহের খণ্ড-পরিসরে কবির প্রেম চংক্রমিত হয়ে অখণ্ড অসীম চিরন্তনতার দিকে প্রধাবিত থাকতে চেয়েছে।

হে ঈশ্বর এ কী অপরূপ!
আত্মার অসীম তৃষ্ণা, অথবা এ রক্তের পিপাসা–
বুঝিতে পারি না আমি।...বক্ষে তাকে জড়ায়ে যখন

সমস্ত অধর তার নির্মম চুম্বনে করি পান–
তবু কই তৃষ্ণা মেটে, তবু মোর তৃষ্ণা মেটে কই?[১৩]

অতএব কবির আরাধ্য হয় দেহের সংকীর্ণ সীমা থেকে অসীম বাসনার মুক্তিকাঙ্ক্ষা

অসীম বাসনা কাঁদে শরীরের সংকীর্ণ সীমায়,
এক হয়ে মিশে যায় আত্মা আর রক্তের পিপাসা[১৪]

সুতরাং দেহকেন্দ্রিক প্রেমেই প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি নয় দেহ-সম্ভোগের উত্তুঙ্গ বাসনা চরিতার্থের পরও প্রেম নির্বস্তুক, অধরা ও অব্যক্ত। প্রেমের অস্তিত্ব স্পর্শহীন। বিবাহ কবিতায় কবি শরীরী প্রেমে নিমজ্জনের পরেও সম্ভোগোত্তর ক্লান্তি ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর স্পষ্টত শারীরিক ও মানসিক প্রেমের সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন কবির মীমাংসা যুগপৎ শরীর ও মনের বহুবর্ণিল স্তরেই প্রেমের রূপকল্প হিসাবে ধরা দেয়—

তবু তো আহা, তৃপ্তি নেই. হলো না সব বলা
বাসনা সে যে বিশ্বপ্লাবী ক্ষুদ্র এই দেহ।
পরাবো প্রিয়তমারে এক অনিঃশেষ মালা,
তাই তো এই গাঁথিনু বাণী মনের সোনাজ্বলা–
স্পর্শ হারা চুম্বনের অন্তহীন–স্নেহ।

এ-কারণে কবির যাত্রা সূচিত হয় রোমান্টিকতার রহস্যময় জগতে। বাস্তব পৃথিবীর রিরংসাময় অন্ধকারকে নিয়তি জেনেই কবি পাড়ি জমাতে চান সম্ভাবনাময় অন্ধকারের জগতে। দেশকাল-সময় ও রাত্রিদিনের ব্যবধানহীন শাশ্বত চিরন্তন রহস্যময় জগতের মধ্যে কবি প্রেমের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে সুস্পষ্ট কালচেতনায় কবি সমর্পিত হন প্রেমের সূত্রেই। কবি জানেন, কালের করাল গ্রাসে সমস্ত কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়। কাল অনিত্য, অস্থির; কালের চংক্রমণের গতিতে মানুষ পিষ্ট—

এসো, চলে এসো; সেখানে সময় সময়হীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন–
কঙ্কা, শঙ্কা করো না।[১৫]

তিরিশের কবিরা মূলত প্রেমের সূত্রেই ঈশ্বরচেতনায় আলোড়িত হয়েছেন। ঈশ্বরবোধ তাঁদের প্রেমের উত্থান-পতন, দোলাচল-অস্থিরতা এবং প্রেমাস্পদার বিরহ-মিলনের মানসিক জটিলতায় কার্যকর থেকেছে। সুধীন্দ্রনাথের মতোই বুদ্ধদেবও প্রেমের অসীম সৌন্দর্যে আত্মলীন হতে গিয়ে অমীমাংসিত থেকে ঈশ্বরের কাছে মীমাংসা চেয়েছেন।

এই প্রেম? প্রেমে এত প্রেম? বাসনা অপরিসীম—
তৃষ্ণার নাহিকো তৃপ্তি-এ কী মৃত্যু! ঈশ্বর, ঈশ্বর![১৬]

আর এভাবেই বুদ্ধদেব *কঙ্কাবতী* কাব্যে শরীরবৃত্তের সীমা অতিক্রম করে পেতে চেয়েছেন প্রেমের 'অমৃত-স্পর্শ'। প্রথম জীবনে, প্রবৃত্তি ও বাসনার কারাগারে বন্দী কবি যে প্রেমকে উপহাস করেছেন তার জন্য আজ তিনি অনুশোচনা করেন–মোরে ক্ষমা

করে, প্রেম! তোমারে করেছি উপহাস/তীব্র বিদ্রূপের তীরে করিয়াছি তোমারে সন্ধান[১৭] আর শেষে 'পরাজিত শত্রু'র মতো নিজেই আশ্রয় খুঁজছেন অমৃতে—

পরাজিত শত্রু তব দ্বারে
আশ্রয় মাগিছে আজ; দয়া করে তুলে নাও তারে,
তোমার অমৃত-স্পর্শ দাও তার অসুস্থ আত্মায়।[১৮]

সুতরাং দেহকে অস্বীকার করে নয়, সুস্থ দৈহিক প্রেমের সোপান ধরেই কবি দেহাতীত প্রেমের অমৃতকে স্পর্শ করতে আগ্রহী। কারণ দেহ ও মনের যুগপৎ সম্মিলনে যে প্রেমবোধের উত্তরণ তাতে আছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। আর বুদ্ধদেব দেহকেন্দ্রিক প্রেমের খণ্ডতৃকেই অখণ্ডরূপে পেতে চেয়েছেন দেহাতীত মানসিক শক্তির মধ্যে। *কঙ্কাবতী* কাব্যও কবির প্রেমবোধের এই ত্রিধা বৈশিষ্ট্যে একটি পূর্ণাবয়ব রূপ পরিগ্রহ লাভ করে।

খ.

১.

কঙ্কাবতী কাব্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য কার্যকর তাঁর বর্ণনাত্মক ভাষারীতি, বহুবর্ণিল দোলায়িত আবেগের স্তরময় ধ্বনিসুষমায়, উপমা-প্রতীকের রূপকল্প-নির্মাণে, সর্বোপরি কবির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-ঘনতৃ তৈরির অভিলাষে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগে। এর সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে কবির ইম্প্রেশনিস্টিক বর্ণনায় আবেগের বস্তুরূপময়তার পরিবর্তনের সঙ্গে দোলায়িত আবেগ-উচ্ছ্বাসের রূপান্তর ও প্রকৃতিচিত্রের সমাসোক্তি-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহারে কবির ইন্দ্রিয়-ঘন অবদমনের প্রকাশ।

কঙ্কাবতী কাব্যে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তি-হৃদয়ের নৈঃসঙ্গ্যজনিত অবস্থায় নর-নারীর লিবিডো-কেন্দ্রিক মানসিক অবস্থার বর্ণনা পরিস্ফুট করতে ব্যবহার করেছেন ক্রমস্বননময়, গতি ও অস্থির শব্দ-অনুষঙ্গী বর্ণনার। বর্ণনাংশে প্রায়শই পরিস্ফুট করেছেন আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের উত্তুঙ্গ অবস্থা। কতিপয় দৃষ্টান্ত:

১.
রাস্তায় গাড়ির শব্দ, তারপরে চাবুকের শিস,
মুহূর্তের নীরবতা–আবার সে-চাকার ঘর্ঘর,
ঘোড়ার খুরের খটখট।
তার চেয়ে স্পষ্ট তার পদধ্বনি কাঠের সিঁড়িতে,
আরো স্পষ্ট–আরো স্পষ্ট–দ্রুত শব্দ, দ্রুত পদক্ষেপ;
উৎসুক হাতের ঠেলা– খুলে গেছে ভেজানো দুয়ার।
প্রথমে ফুলের হন্ধ–বায়ু তারে করিছে লেহন,
আবার চুলের গন্ধ–বাতাস কি এখনো বহিছে?[১৯]

২.
গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে কথা কয় ঢেউয়ের ভাষায়,
ছোঁয় কি না ছোঁয় মোর ছায়া![২০]

আধুনিক প্রেমের অভিসারে প্রেমিকার জন্য ঔৎসুক্যে প্রেমিক মনস্তাত্ত্বিকভাবেই অস্বীকার করতে চাইছে কালের প্রভেদ। আর সৃষ্টি হয়েছে মানসিক অস্থৈর্য শব্দ, ধ্বনি, সময়প্রক্ষেপের দ্রুততা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উন্মুখর রতিবিলাসের লেহ্যময়তায় কবি তৈরি করেছেন মন ও শরীরবৃত্তের একধরনের প্রগাঢ় ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব। এই দয়িতা-আগমনের চিত্রে অনিবার্যভাবে নাগরিক যান্ত্রিকতাও উপস্থিত–'রাস্তায় গাড়ির শব্দ তারপরে চাবুকের শিস'

কঙ্কাবতীর উপমাসমূহ কবিচৈতন্যের অবদমনের ছাপ পরিস্ফুট। প্রায়শই তাঁর উপমাসমূহ নায়িকার রূপবৈভব সৃষ্টিতে, শরীরী প্রগাঢ়তা ও কবি-আত্মার নিবিড় অন্তর্দহনকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত।

১. নাচের গতির মতো টানা-টানা হাতের আখর[২১]
২. দশটি পরির মতো দশটি আঙুল মোর বুকে[২২]
৩. সোনার ঢেউয়ের মতো কেশরাশি উঠিছে উচ্ছ্বসি[২৩]
৪. ঠোঁটের আরক্ত রেখা–নদীতে দীপের ছায়া-সম
ভাঙিয়া ছড়ায়ে যায় সারা মুখে, যখন সে হাসে।[২৪]
৫. জড়ানো সুতোর মতো, নিশীথের মেঘের মতন,
তোমার সে-কালো চুল, এলোমেলো অগোছালো চুল,
ঘুমের মতন ঠাণ্ডা, একমুঠো জমানো আঁধার[২৫]
৬. প্রবালদ্বীপপুঞ্জসম চুম্বনের বেড়া[২৬]

১ ও ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রেমিকার আগমনের চিঠি প্রেমিকের মনে সৃষ্টি করে তীব্র গতি ও লিবিডোর ঊর্ধ্বায়ন। প্রেমিক-চিত্তের অনিবার্য অস্থিরতাকে দ্রুতসঞ্চারী করতে ১-এ কবি ব্যবহার করেছেন 'নাচের গতি' অনুষঙ্গ আর ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে দশটি পরীর মতো এই উপমায়নে অপরূপ বর্ণবৈভবে সৌন্দর্যের আকস্মিক জৌলুস ও বাসনার দুর্নিবার স্পৃহা পরিস্ফুট। ৩ ও ৪-সংখ্যক দৃষ্টান্তে উপমায়ন কবির সৌন্দর্যস্পৃহা অনেকটাই ক্লাসিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে প্রগাঢ় ইম্প্রেসনেস্টিক চিত্রময়তা। শেষ দৃষ্টান্তে কবির প্রজ্বলিত আত্মার প্রশান্তির সূচক হয়ে ওঠে প্রেয়সীর চুল। প্রবৃত্তি ও অস্তিত্বের প্রবল অন্তর্দহনে নির্ঘুম কবি খানিকটা প্রশান্তি কামনা করেন প্রেয়সীর চুলে; জীবনানন্দ যেমনটি অবগাহন করতে চেয়েছেন ঘাসমাতার শরীরের অন্ধকারের মধ্যে।[২৭]

কঙ্কাবতী কাব্যে কবি কিছু উৎকৃষ্ট প্রতীক ব্যবহার করেছেন। কবির প্রতীকগুলোয় ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্যবোধ, প্রেমবোধের নতুন অভিঘাত ও দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজ্বলিত কবিসত্তা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। কখনো কখনো সমগ্র কবিতাতেও এসেছে ফরাসি প্রতীকবাদী কবিদের প্রতীকীচেতনা। যেমন আরশি, সেরেনাদ এমনকি নাম কঙ্কাবতীও হয়ে উঠেছে কবির প্রতীকী চেতনার স্মারক। কঙ্কাবতী লোকপুরাণের নায়িকা হলেও আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর রূপকল্পের প্রতীক। আর এর নব সুপ্তি-উত্থান ঘটেছে কবির পাশ্চাত্য মনোশ্চক্ষুর অভ্যন্তরে। আরশি কবিতাটি কবি-চৈতন্যেরই প্রতিরূপক। সুপ্তিমগ্না কঙ্কার

প্রতিবিম্বায়ন ঘটেছে আরশিতে সেরেনাদ হয়ে উঠেছে কবির নতুন প্রেমের বাণী-সম্বলিত নতুন প্রতীকতায় যুক্ত কবিরই অভিনব আহ্বানের মাধ্যম। এই সেরেনাদ বহু শতাব্দী-প্রাচীন ভারতীয় প্রেমবোধের দেহ-অস্বীকৃত নায়িকার সুপ্তিমগ্ন প্রেমের নতুন শরীরী-আহ্বানের প্রতীক আর এই নতুন প্রেম-ঐকতানের সুর ধারণ করে কবির প্রিয় প্রতীক 'বেহায়া বেহালা'; যার সুরে ও কথায় অলজ্জ শরীরী আহবান। এছাড়াও *কঙ্কাবতী*তে বুদ্ধদেবের প্রেমের বস্তু-ঘনত্ব নির্মাণে(কাল মেঘ, চুল, উন্মত্ত বাতাস, অন্ধকার), প্রগাঢ় শরীরী-নৈকট্য স্থাপনের অভিপ্রায়ে(মাতাল বাতাস, হাওয়া, ঘুমন্ত আকাশ, এলায়িত চুল, নীল আলো, নৃত্যপর আলো), নৈঃসঙ্গ্য মানসের আত্মগত চেতনার বহিঃপ্রকাশে(জ্বলন্ত চাঁদ বেহালা, জলন্ত কাচ,শাদা ধূ-ধূ পথ, রাঙা ভাঙা চাঁদ), লিবিডো তাড়নার ত্বরিত গতি ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি করতে(সাপ, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঁকাবাঁকা জল, ফাঁকা আকাশ, উন্মত্ত বাতাসে ধাবমান নৌকো, চাঁদ, মনের গুহা, উপত্যকা, ঝড়) প্রতীকসমূহের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দৃষ্টান্ত :

১. মেঘের মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ পড়েছে ঢলে[২৮]

২. তিমির ভেঙেছে রাঙা ভাঙ-চাঁদ—তামার আলো[২৯]

৩. জানালার কাচ জ্বলিলো তোমার—দ্যাখো নি তাও?[৩০]

৪. শরীর শুয়েছে মাতাল বাতাসে মন উধাও।[৩১]

৫. বেহায়া বেহালা কী কথা যে বলে, শুনতে পাও?[৩২]

৬. জানালার নিচে ধু-ধু শাদা পথ, আধো-আঁধার[৩৩]

৭. আমার মনের অনেক গুহায় চূড়ায়-চূড়ায় শব্দ বাজে[৩৪]

৮. গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি[৩৫]

৯. একসার মেঘ, সরু এলামেলো, আকবাকা কালো সাপের মতো[৩৬]

১০. আঁকাবাঁকা জল একা বাকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা[৩৭]

১১. সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ, লাল বিদ্যুৎ দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে[৩৮]

১২. বাতাসের মুখে নৌকোর মতো আধখানা চাঁদ[৩৯]

১৩. এলো তব চুলে ঝিকিমিকি-আলো নাচবে চাঁদের[৪০]

১৪. টেবিলের পরে ঘন নীল আলো জ্বলবে কেমন?[৪১]

১৫. পরম প্রেমরহস্যের অদৃশ্য মন্দির
সেখানে মম চুম্বনের অর্ঘ্য রাখিলাম
রক্তবহ উপত্যকা মৃত্যুতে গম্ভীর[৪২]

চিত্রকল্প নির্মাণে বুদ্ধদেব কঙ্কাবতী কাব্যে পঞ্চেন্দ্রিয়শাসিত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে কবি-প্রসিদ্ধিকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর চিত্রকল্পগুলো দৃশ্য-শ্রুতি-স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শে বর্ণনাত্মক, দৃশ্যাবদ্ধ ও স্বননময়—

১.

চুলগুলি পান করে মোর তপ্ত, সতৃষ্ণ নিশ্বাস:
আঁধার আমার চোখে, বিভাবরী আমার দিবসে
দৃষ্টি-ভরা অন্ধকার, আর কিছু দেখিতে পারি না–
কেমনে তোমার চুলে খেলা করে আলোকের ফিতা (চুল)[৪৩]

২.

হাওয়ার আঙুল চুলবুল করে তোমার চুলে
কঙ্কা গো
মাতাল বাতাস কত কী যে কয় মনের ভুলে (সেরেনাদ)[৪৪]

কঙ্কাবতীর ভাষা ও শব্দব্যবহাররীতি বুদ্ধদেবের নিজস্ব ব্যক্তিকতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধু-চলিতরীতির বাক্যবন্ধের সঙ্গে আত্মকথনের ভঙ্গি, কথ্য ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের মিশ্রণ, অলঙ্কারসুশোভিত ধ্বনিসুষমা বিশেষত অনুপ্রাসময় শব্দ-সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় বুদ্ধদেবের কবিতাগুলো পেয়েছে আবেগী প্রধাবনতা, প্রাণময় ঋজু গতিভঙ্গি। এসেছে লোকজ অনুষঙ্গ, কবিকৃত বিশিষ্ট বিশেষায়ণ ও সমাসোক্তি-অন্যাসক্তময় পঙ্ক্তি-নির্মাণের কৌশল কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

সাধু-চলিতের মিশ্রণজনিত আটপৌরে ভাষা

১. এ-দিন উজ্জ্বল বড়ো, এ-আলোক পারি না সহিতে,
চাহিতে চাহে না চোখ, পুড়ে যায় মুদিত পল্লব;[৪৫]

২. একটু সময় হবে? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।[৪৬]

পুনরাবৃত্তময়, ধ্বন্যাত্মক ও অনুপ্রাস শব্দের ব্যবহার–

১. দিনের কাজের হাজার আওয়াজ হাজার হাওয়ার জোয়ারে বহে[৪৭]

২. হৃৎশব্দের তালে তাল রেখে টিপ টিপ টিপ গান গেয়ে যায়[৪৮]

৩. উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস
বাতাসেরভাষা শুনবে পাতারা, শুনবে আকাশ[৪৯]

বিশেষণ, সমাসোক্তি ও অন্যাসক্ত অলঙ্কার:

বিশেষণ:

১. লাল বিদ্যুৎ দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে[৫০]

২. আঁধার ধরণী, যামিনী নিঝুম, আকা বালো
তিমির ভেঙেছে রাঙা ভাঙা চাঁদ–তামার আলো[৫১]

৩. মাঝরাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকমকে তারা--আলোর পোকা,
আকাশ কোমাল, আকাশ কোমল, আকাশ কালো।[৫২]

৪. মৃদু হাসি ফোটে ফুলের মতন
ক্ষণেক তরে
গোল-হয়ে-ওঠা লাল অধরে,

ছোটো শাদা দাঁত আলোর মতন
নিমেষ তরে[৫৩]

৫. গভীর প্রহরে মোদের হৃদয়ে বাজবে গভীর[৫৪]

সমাসোক্তি:

ক. তোমারি তরে কি স্বপ্ন-হাওয়ার ছটফটানি[৫৫]

খ. শত বসন্ত করে বিলাপ বুকের তটে।[৫৬]

গ. চুলগুলি পান করে মোর তপ্ত, সতৃষ্ণ নিশ্বাস[৫৭]

ঘ. শরীর শুয়েছে মাতাল বাতাসে মন উধাও[৫৮]

ঙ. বেহালা বলিছে : আজিকার রাত প্রভাত হবে[৫৯]

চ. একা বাঁকা চাঁদ চুপ চুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায়[৬০]

অন্যাসক্ত:

ক. উতল বাতাস, মাতাল বাতাস, রাতের বাতাস[৬১]

খ. সবুজ সমুদ্রের হিংস্র তিমির নয়ন জলে (কোনো বিদেশিনীর প্রতি)

একই পঙ্‌ক্তিতে অন্যাসক্ত ও সমাসোক্তির যুগপৎ ব্যবহার:

ক. বেহায়া বেহালা কী কথা যে বলে, শুনতে পাও?[৬২]

খ. শরীর শুয়েছে মাতাল বাতাসে মন উধাও[৬৩]

২.

প্রকৃতি বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রায়শঃই পার্শ্বচরিত্রতুল্য;কবির অবদমিত প্রেমচেতনার দৌত্য-সঙ্ঘটক : ফ্রয়েড-সচেতন কবির বাসনার উন্মোচনে প্রকৃতি কবির অনুভূতির প্রত্যক্ষ স্প্যাসমূহের পূর্ণতা দিয়েছে। *কঙ্কাবতীর* প্রকৃতিচিত্র ঋতুমতী নয়। বরং বাসন্তিক রাত্রির খলখলে শূন্যতা ও উন্মাদনা কবির ভূ-নৈসর্গিক বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্ষা ও শীতজনিত গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনা এ কাব্যে নেই। আছে বসন্তরাত্রির মত চন্দ্র-আভাসিত হাওয়ামুখরতা, রাঙাভাঙা চাঁদ, নিকষ আকাশ, তামাটে পৃথিবী ও আলোছায়াময় ক্যানভাস। একধরনের মেঘমেদুর চুলবৎ এলায়িত প্রগাঢ় অলসতা ও ইন্দ্রিয়ঘনতৃও এই প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে লক্ষ করা যায়:

১. ছুটবে বাতাস, শুকনো বাতাস কাঁপবে আকাশ
পূবের সবুজে দেখা যাবে লাল চাঁদের আভাস।[৬৪]

২. চুলে আর চোখে ঘুম-ভাঙা রাঙা আধেক চাঁদের
মলিন জোছনা কবিতা আমরা পড়বো যখন[৬৫]

৩. সেখানে তারারা সারারাত ভ'রে আকাশ ভ'রে!
সারারাত ভ'রে হাহাকার করে বাউল বাও[৬৬]

৪. বাইরে কে আসে? কেউ নয়, ভাসে বাতাস খালি,
দুয়ার খোলে কে? কিছু না, হাওয়ার তালি।[৬৭]

আবার, এই প্রকৃতি কবির অবদমিত লিবিডোচেতনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রাণময়তা পায় নারী-সম্পর্কিত রোমান্টিক বাসনা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা নৈঃসঙ্গ্য ও নির্জন প্রকৃতির মধ্যে নারীর উপস্থিতিও স্বননময়–

১. গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, কথা কয় ঢেউয়ের ভাষায়,
ছোঁয় কি না ছোঁয় মোর ছায়া!
যে-হাওয়া ছুঁয়েছে তারা, সেই হাওয়া ঝরে মোর গায়,
বিছায় সুরভি-ঘন মায়া।[৬৮]

২. প্রথমে ফুলের গন্ধ বায়ু তারে করিছে লেহন,
আবার চুলের গন্ধ বাতাস কি এখনো বহিছে?[৬৯]

১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি নারীর গতিমুখর যাতায়াতের বর্ণনার চকিত দর্শক. রোমান্টিক কবির মধ্যে নারীর গন্তব্যমুখী চলে-যাওয়া সৃষ্টি করে প্রবল আসঙ্গলোলুপতা। গমনরতা নারীদের গতিভঙ্গি ও দৃশ্যরূপ কবির কাছে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা পায় তাদের প্রসাধনী সুগন্ধিতে। কবিও সেই রতিপরিমলে আভাসিত হন প্রকৃতির সান্নিধ্যে–গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, ফেলে যায় গায়ের সুবাস/বাতাসে সুবাস ভাসে –গায়ের বাতাস। আর কবির কাছে সেই নারী-সান্নিধ্য-স্পর্শ ঘটে প্রকৃতি বাতাসের মধ্যস্থতায়। কারণ–'যে-হাওয়া ছুঁয়েছে তারা, সেই হাওয়া ঝরে মোর গায়,/বিছায় সুরভি-ঘন মায়া'। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রেমিকার জন্য প্রতীক্ষারত কবিআত্মা স্পষ্টত ফ্রয়েডিয় যৌনাকাঙ্ক্ষার শিকার। কবির এই প্রতীতী দেহমুখীবাসনার উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছায় প্রেয়সীর আগমন-কল্পনায় এবং ঘ্রাণময় শরীরী-উত্তেজনার মাধ্যমে। বলা চলে, এটি একটি উৎকৃষ্ট চিত্রকল্পও।

মেঘ, চুল, অন্ধকার, আলো, হাওয়া কঙ্কাবতী কাব্যে স্নিগ্ধতা, শীতলতা, অবদমিত লিবিডোজনিত অন্তর্দহনে প্রশান্তির সূচক। প্রায়শই মেঘ, চুল, হাওয়া, অন্ধকার, আলো ইত্যাদি অনুষঙ্গ ব্যক্তিকতার মাত্রা প্রাপ্ত হয়ে চরিত্র-মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। মেঘের নিবিড় ঘনত্বে, শরীরী আবেদনে এবং চুল, হাওয়া, আলো, অন্ধকার প্রভৃতির দেহীরূপ মূর্ত হয়ে কবির প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়; আবার একই সঙ্গে প্রাকরণিকভাবেও *কঙ্কাবতীর* প্রকৃতি-পরিচর্যায় যুক্ত হয় নতুন ব্যঞ্জনা—

ক. একসার <u>মেঘ</u>, সরস, এলোমোলো[৭০]

খ. আকাশ ঘুমায় মাথা রেখে কালো <u>মেঘের</u> কোলে
কঙ্কাবতী![৭১]

গ. <u>মেঘের</u> মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ পড়েছে ঢলে,[৭২]

ঘ. কালো <u>চুলগুলি</u> <u>মেঘের</u> মতন
গড়ায়ে পড়ে[৭৩]

ঙ. তোমার <u>চুলের মনোহীন তম</u> আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে[৭৪]

চ. আমার জীবনে কালো <u>চুলের</u>
<u>রাত্রি ঢালো</u>

জ্বালাও নিবিড় এলোচুলের
হিংস্র কালো।[৭৫]

ছ. ধুলো আর আলো, শাদা আর লাল আবছায়ার
ঝাপসা ছায়ায় ঝিকিরমিকির আলোক বোনা—[৭৬]

জ. হাওয়ার আঙুল চুলবুল করে তোমার চুলে[৭৭]

ঝ. দুয়ার খোলে কে? কিছু না হাওয়ার হাতের তালি।[৭৮]

ঞ. কেমনে তোমার চুলে খেলা করে আলোকের ফিতা[৭৯]

কঙ্কাবতী কাব্য বুদ্ধদেব বসুর এই নবতর প্রেমবোধের উত্তরণ হিসেবেই গুরত্বপূর্ণ। *বন্দীর বন্দনা*-র কামপ্রতপ্ত, অপচয়িত যৌবনের কবি বুদ্ধদেব এই কাব্যে ক্রম-রূপান্তরিত। প্রেমের দেহের সোপান ধরে বিশুদ্ধ যৌবনের আরাধনা করতে করতে তিনি পৌঁছেছেন নিবিড় দার্শনিক প্রেমতত্ত্বে। সর্বকালীন রহস্যদ্যোতনার সঙ্গে মানব-সম্মিলন ও প্রেমের অফুরন্ত প্রধাবনতা তাঁর *কঙ্কাবতী* কাব্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক জগতের অসীমতার মধ্যেই বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত উড্ডয়ন-প্রয়াসী হয়েছেন—অন্তত *কঙ্কাবতী*র শেষ পর্বের কবিতাগুলো এ-সাক্ষ্যই বহন করে।

তথ্যপঞ্জি

১ রসেটি মরিস প্রভৃতি প্রিরাফেলাইট কবি যেমন ইংল্যান্ডের যন্ত্রবিপ্লবের কুশ্রী রূপ দেখে মধ্যযুগের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিলেন, বুদ্ধদেবও তেমনি আধুনিক যন্ত্রযুগের মধ্যে স্বপ্ন-মাধুরীর সন্ধান না পেয়ে প্রিরাফেলাইট কবিদের মধ্যে একটি দৃঢ় আশ্রয়ভূমি খুঁজেছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ পৃ.৭৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

৩ বন্দীর বন্দনা, কবিতা সংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

৫ কাল, কঙ্কাবতী, কবিতা সংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৭ কোনো মেয়ের প্রতি, কঙ্কাবতী, কবিতা সংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

৮ মেয়েরা, প্রাগুক্ত

৯ যদিও দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন-"'আরশি' কবিতাটি পড়লে মনে হয় যেন ইউরোপীয় কোনো রূপকথা কবি শোনাচ্ছেন। আকাশে রাঙাভাঙা চাঁদ, আধেক ঝাপসা আধেক কালো। একাদশী শশীর মতো নায়িকাও নিদ্রাগতা, মুকুরে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু সে সৌন্দর্য কি কঠিন মুকুর ধরতে পারে?" দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ পৃ.৮১

১০ প্রাগুক্ত

---

১১ মাহবুব সাদিক, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা বিষয় ও প্রকরণ পৃ. ৭০
১২ বিবাহ, কঙ্কাবতী, কবিতা সংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩
১৩ হে ঈশ্বর একি অপরূপ, প্রাগুক্ত
১৪ প্রাগুক্ত
১৫ শেষের রাত্রি, প্রাগুক্ত
১৬ কিছুই প্রেমের মতো নয়, প্রাগুক্ত
১৭ ক্ষমাপ্রার্থনা, প্রাগুক্ত
১৮ প্রাগুক্ত
১৯ কাল, প্রাগুক্ত
২০ মেয়েরা, প্রাগুক্ত
২১ কাল, প্রাগুক্ত
২২ প্রাগুক্ত
২৩ কখনো, প্রাগুক্ত
২৪ প্রাগুক্ত
২৫ চুল, প্রাগুক্ত
২৬ বিবাহ, প্রাগুক্ত
২৭ অন্ধকার, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ
২৮ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত
২৯ প্রাগুক্ত
৩০ প্রাগুক্ত
৩১ প্রাগুক্ত
৩২ প্রাগুক্ত
৩৩ প্রাগুক্ত
৩৪ কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত
৩৫ প্রাগুক্ত
৩৬ প্রাগুক্ত
৩৭ প্রাগুক্ত
৩৮ প্রাগুক্ত
৩৯ কবিতা, প্রাগুক্ত
৪০ প্রাগুক্ত

৪১ প্রাগুক্ত

৪২ বিবাহ, প্রাগুক্ত

৪৩ চুল, প্রাগুক্ত

৪৪ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৪৫ চুল, প্রাগুক্ত

৪৬ কোনো মেয়ের প্রতি, প্রাগুক্ত

৪৭ কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত

৪৮ প্রাগুক্ত

৪৯ কবিতা, প্রাগুক্ত

৫০ কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত

৫১ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৫২ কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত

৫৩ একটি স্বপ্ন, প্রাগুক্ত

৫৪ কবিতা, প্রাগুক্ত

৫৫ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৫৬ একটি স্বপ্ন, প্রাগুক্ত

৫৭ চুল, প্রাগুক্ত

৫৮ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৫৯ প্রাগুক্ত

৬০ কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত

৬১ কবিতা, প্রাগুক্ত

৬২ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৬৩ প্রাগুক্ত

৬৪ কবিতা, প্রাগুক্ত

৬৫ কবিতা, প্রাগুক্ত

৬৬ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

৬৭ আরশি, প্রাগুক্ত

৬৮ মেয়েরা, প্রাগুক্ত

৬৯ কাল, প্রাগুক্ত

৭০ সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

---

[৭১] কঙ্কাবতী, প্রাগুক্ত

[৭২] সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

[৭৩] একটি স্বপ্ন, প্রাগুক্ত

[৭৪] শেষের রাত্রি, প্রাগুক্ত

[৭৫] কোনো বিদেশিনীর প্রতি, প্রাগুক্ত

[৭৬] সেরেনাদ, প্রাগুক্ত

[৭৭] প্রাগুক্ত

[৭৮] আরশি, প্রাগুক্ত

[৭৯] চুল, প্রাগুক্ত